দৈনিক সংবাদ

০৭

তারিখ

পৃষ্ঠা

...সংশোধন এবং পরিমার্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। ইহা সঠিক হয় নাই। তিনি বলেন, বিভিন্ন বইয়ের প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পন্ন করিয়া প্রকাশ [illegible] ...ক প্রভৃতি নিয়া অন্যান্য বইয়ের প্রয়োজনীয় সংশোধন নিশ্চিত করা হইবে। বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরিয়া বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম চলিতেছে। অথচ এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই।

স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড

সংশোধিত ও পরিমার্জিত বই বাজারে নেই পুরনো বইই কিনতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

কাজী শাহীদুল ইসলাম ঃ পাঠ্য পুস্তক নিয়ে নানা বিভ্রান্তির কারণে স্কুলগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সংশোধিত ও পরিমার্জিত বই কিনতে গিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা বিপাকে পড়ছেন। নতুন বইয়ের পরিবর্তে আগের বছরগুলোর পুরোনো বই কিনে নিচ্ছেন অনেকে।

গত বছরের মাঝামাঝি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বই সংশোধন ও পরিমার্জন করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। গত বছরের ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে সংশোধিত বইগুলো বাজারজাত হওয়ার কথা ছিল। নির্ধারিত সময়ের পর দেড় মাসেরও অধিককাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু সংশোধিত বই আজও বাজারে আসেনি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমদ গতকাল 'সংবাদ'কে জানান সংশোধিত বই আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বাজারে চলে আসবে। সংশোধিত অংশ সংযুক্ত করা ছাড়া কোন পুরোনো বই বাজারে যাবে না। অন্যদিকে গতকাল বোর্ডের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ৬০টি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ৯টি পাঠ্যপুস্তকের পুরাতন সংস্করণ বাতিল করে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হবে এবং ৬টি পাঠ্য পুস্তকের কিছু অংশ সংশোধন করে পুনমুদ্রণ ছাড়াও আগে মুদ্রিত বইয়ের সঙ্গে সংশোধিত অংশ জুড়ে দেয়া হবে। বাকি ৪৫টি বইয়ের ক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি পুরাতন সংস্কারণও চালু থাকবে। নতুন করে মুদ্রিত ১৫টি বই আগামী ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে বাজারে যাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

এ দিকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত আরামবাগের বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতি এবং বাংলাবাজারের পুস্তক প্রকাশক সমিতি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য পরস্পরকে দায়ী করেছে। বই ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

বই ঃ টেক্সট বোর্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাবাজার সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের 'সংবাদ'কে জানান, বাংলাবাজার গ্রুপ যে বইগুলো মুদ্রণের জন্য দায়িত্ব পায় সেই বইগুলো তারা মুদ্রণের কাজ শেষ করে বাজারে ছাড়ার জন্য বোর্ডের অনুমতি চাইলে বোর্ড অনুমোদনদানে বিরত থাকে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ আরামবাগ গ্রুপের আগের বছরের মজুদকৃত পুরোনো বইয়ের বিক্রি নিশ্চিত করার জন্যই এই কাজটি করেছে বলে তিনি জানান। ''৯৬, '৯৭ সালে মুদ্রিত বইয়ের এতো মজুদ কি করে থাকে' প্রশ্ন তুলে আবু তাহের বলেন, সরকারকে দেয়া রয়্যালটি ফাঁকি দেয়ার জন্য তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই বই মুদ্রণ করে রেখেছিল। তাদের পুরোনো বইয়ের বাজার নিশ্চিত করার জন্য বাংলা বাজার গ্রুপ আগে কাজ শেষ করার পরও তার মুদ্রিত বই আটকে রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে আরামবাগ সমিতির মহাসচিব তোফায়েল খান 'সংবাদ'কে বলেন, তারা যে ৪৫টি বই মুদ্রণের দায়িত্ব পেয়েছেন তার মধ্যে ৩টি ছাড়া বাকি বইগুলোতে টুকটাক বানান ভুল ছাড়া তেমন কোন সংশোধনী নেই। সে ক্ষেত্রে আগের মুদ্রিত বই মাজারে থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি বাংলাবাজার গ্রুপের বিরুদ্ধে নতুন মলাটে পুরোনো বই নতুন বলে চালানোর অভিযোগ এনে বলেন, বাংলাবাজারের পাওয়া ১৫টি বইয়ের মধ্যে ৬টি বই সম্পূর্ণ নতুন করে মুদ্রণ করার কথা। বাকি ৯টি বইয়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ সেখানে বানান ভুল ছাড়া তথ্যগত বা কারিকুলামগত কোন ভুল নেই। সেই বইয়ের ক্ষেত্রে পুরোনো মুদ্রিত বইও বাজারে থাকতে পারে। কিন্তু বাংলাবাজার গ্রুপ একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য সবগুলো বই-ই নতুন মলাটে বাজারে ছাড়তে চেয়েছে। যাতে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা নতুন পাঠ্যক্রম সংবলিত বই ভেবে পুরোনো বই কিনে নেয়। বই বাজারে ছাড়ার অনুমতি দিলে আরামবাগ গ্রুপের পুরোনো বইয়ের মজুদ নষ্ট হবে বলে তিনি জানান।

এদিকে বছরের শুরুতেই স্কুলগুলো ছাত্রছাত্রীদের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতে 'একাডেমিক সিলেবাস' প্রণয়ন করে এবং অভিভাবকরা প্রয়োজনীয় বইপত্র কিনে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে চলমান বিভ্রান্তির কারণে বছরের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ভিকারুননিসা নুন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা শামীম জাহান আহসান 'সংবাদ'কে জানান, সিলেবাস তৈরির কাজ তো করা সম্ভবই হচ্ছে না, উল্টো ক্লাস রুটিনে পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। যে বইগুলো সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেই বইগুলোই এখন পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু বছরের শুরুতে এমন একটি এলোমেলো অবস্থান কাঙ্ক্ষিত নয়, ছাত্রছাত্রীরা মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভিকারুননিসা নুন স্কুলের গণিতের শিক্ষক সুভাষ চন্দ্র সাহা 'সংবাদ'কে জানান, আগের বছরের বইগুলোতে শুধু টুকিটাকি প্রিন্টেড ভুল নয়, প্রচুর তথ্যগত ভুল আছে। গত বছরগুলোতে এ নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তিতেও আমাদের পড়তে হয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ভুলত্রুটি সম্পর্কে বোর্ডের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে যখনই জানতে চাওয়া হয়েছে আমরা তা জানিয়েছি। আশা করি নতুন সংশোধিত বইয়ে সেই ভুলগুলো থাকবে না।

ভিকারুননিসা নুন স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী নিধির বাবা প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম 'সংবাদ'কে বলেন, রমজান ও ঈদের ছুটি গেল। ভেবেছিলাম বন্ধের মধ্যে মেয়েটা পড়াশুনা করে একটু এগিয়ে থাকবে। তাতো হলোই না, এখন স্কুল চলছে, তাও নির্ধারিত সংশোধিত বই বাজারে আসেনি। অথচ আগের বছরের পুরোনো বইতে [illegible]